Mrs. Ahmad Toufique 86-
P.O. & vill- Selbarash
via- Dharampasha
Sylhet-


Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

# আহমদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আহমদীদের জন্য সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা প্রতি সংখ্যা ।৹ আনা
অন্যের জন্য ,, ,, ,, ২৲ ,, ,, ,, /৬ পাই

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৮/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, Fortnightly, Ahmadi, January 22nd, 1960 ৮ই মাঘ, ১৩৬৬ বাং ২৩শে রজব ১৩৭৯ হিঃ, ১৪শ সংখ্যা


# আবরাহার কা'বা গৃহ ধবংশের অপচেষ্টা

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

এখানে ঐ বিষয় আসে, যার প্রতি ১৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত মুসলমানগণের মনোযোগ যায় নাই এবং বর্ত্তমান জমানায় আল্লাহ তা'লা আহমদীয়া জামাতের ইমাম হজরত মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ ( আইঃ ) এর প্রতি উহা খুলিয়াছেন। বিষয়টি এই, সুরাতুল ফীল ও সুরা ইলাফ এই তত্ব প্রকাশ করে যে, হজরত রসুল করীম ( দঃ ) এর আবির্ভাব ! বরং আঁ হজরত ( দঃ ) এর জন্মের পূর্ব্বে শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থাৎ আঁ হজরত ( দঃ ) এর আগমন অপেক্ষায় এক দিকে শত্রুগণ ও অপর দিকে মিত্রগণ প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, "যে ব্যক্তি উন্নতি করিবে তাঁহার প্রতি প্রথম হইতেই মানুষের দৃষ্টি নিপতিত হইতেই থাকে।" আল্লাহতা'লার কানুনও প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে যে, যখনই কোন প্রত্যাদিষ্ট আবির্ভূত হইবার সয়ম সন্নিকট হয় ঐ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধে মানুষ জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দেয় যদ্দারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহতা'লার পক্ষ হইতে কোন প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আবির্ভূত হইবার সময় সন্নিকট। হজরত রসুল করীম ( দঃ ) এর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও এই স্পন্দনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই স্পন্দন মাত্র একটি জাতির মধ্যেই সৃষ্টি হয় নাই ! বরং ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবগণের মধ্যে এই অনুভূতি জাগিয়াছিল যে, কোন মহান ব্যক্তির শুভাগমন হইবে। আরবগণ মনে করিত, হজরত ইবরাহীম ( আঃ ) যে মহাপুরুষ সম্বন্ধে দোয়া করিয়াছিলেন ঐ মহাপুরুষ আসিবেন। খৃষ্টানগণের ধারণা ছিল, ফারকলিত আসিবেন অথবা "ঐ নবী" যাহার আগমন সংবাদ দেওয়া হইয়াছে পৃথিবীতে শুভাগমন করিবেন। ইহুদীগণ মনে করিত করিত যে, "ঐ নবী" যিনি তাহাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন ও হজরত মুসা (আঃ) এর অনুরূপ হইবেন ও পৃথিবীতে শুভাগমন করিবেন। ইহুদীগণ মাত্র হজরত মুসা ( আঃ )এর অনুরূপ ব্যক্তি আসিবার অপেক্ষায় ছিল ও এই আশায় ছিল যে, শীঘ্রই ঐ পবিত্র মানব যাহার সম্বন্ধে ঐশী গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে আবির্ভূত হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী হজরত মুসা ( আঃ ) এর সময় হইতে ছিল। হজরত মুসা ( আঃ ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এক জমানায় আতশী শরিয়ত সঙ্গে লইয়া আমার অনুরূপ ব্যক্তি দুনিয়াতে আসিবেন। অতএব এই আশা কোন নূতন আশা ছিল না ! বরং হজরত মুসা ( আঃ ) এর সময় হইতেই ইহুদীগণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি সম্বন্ধে তাহাদের অন্তঃকরণে হজরত দাউদ ( আঃ ) এর সময় কেন এই ব্যাকুলতা আসে নাই, হজরত সোলায়মান ( আঃ ) এর সময় কেন তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হয় নাই, হজরত জাকারিয়া ও হজরত হিজকিল ( আঃ ) এর সময় কেন এই উন্মাদনা সৃষ্টি হয় নাই। এই আশার কিঞ্চিৎ আরম্ভ হজরত ঈসা (আঃ)এর সময় হইয়াছে। পরন্তু হজরত ঈসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আমরা আপনাকে কি মনে করিব। আপনি কি মসিহ, বা ইলিয়াছ, অথবা "ঐ নবী ?" অর্থাৎ "ঐ নবী"র আগমনের কিঞ্চিৎ অনুভূতি হজরত ঈসা (আঃ) এর সময় মানবান্তঃকরণে পয়দা হইয়াছিল। কিন্তু হজরত রসুল করীম (দঃ) এর জমানায় এই অনুভূতি অত্যন্ত প্রচণ্ড হইয়াছিল এবং ইহা আল্লাহতা'লারই নিয়ম যে কোন মহা পুরুষের আগমন কাল নিকটবর্ত্তি হইলে তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার সম্বন্ধে মানব স্বভাবে এক সাধারণ অনুভূতির সৃষ্টি হয়। অতএব আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান ইমাম এই সুরা সম্বন্ধে যে চিন্তা বা ধ্যান করিয়াছেন সে মতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, ঐ জমানার আগমনকারী প্রতিশ্রুত ব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষের মনে এক অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহারা মনে করিত যে কোন মহাপুরুষের শুভাগমন হইবে। এই অনুসন্ধান কার্য্য আরবগণের হৃদয়েও ছিল কেন না হজরত ইবরাহীম ( আঃ ) এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, মক্কাতে একজন নবীর আবির্ভাব হইবে। এই অনুসন্ধান কার্য্য ইহুদীগণের মধ্যেও ছিল কেন না হজরত

মুসা (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, আমার অনুরূপ একজন নবী প্রেরিত হইবেন। এই অনুসন্ধান কার্য্য খৃষ্টানগণের মনেও ছিল। কারণ হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছিলেন যে, আমার দ্বিতীয় বার আগমনের পূর্ব্বে একজন পূর্ণতম আত্মা সম্পন্ন ব্যক্তি আসিবেন যিনি পূর্ণতম সত্য প্রকাশ করিবেন। সুতরাং খৃষ্টানগণ পূর্ণতম আত্মা প্রকাশের প্রত্যাশায় ছিল। আরবগণের আশা ছিল যে, আরবের নবী আসিবেন। ইহুদীগণ হজরত মুসা (আঃ)এর অনুরূপ ব্যক্তির আশায় ছিল। এই স্রোত এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক জাতি বড় জোশের সহিত এই আশা প্রকাশ করিত। বরং ফখর করিয়া বলিত যে, আমাদের নবী আসিলে শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে.....। প্রকৃত পক্ষে একই মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা বিভিন্ন জাতি করিতেছিল। কিন্তু তাহারা মনে করিত যে, আমাদের প্রতিশ্রুত নবী অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক হইবেন।

বস্তুতঃ, যে মহাপুরুষ সম্বন্ধে হজরত ইবরাহীম (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঐ মহাপুরুষ সম্বন্ধেই হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক জাতি মনে করিত যে, ঐ প্রতিশ্রুত নবী তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেনও অন্যান্য জাতিকে মারিবার জন্য তিনি আসিবেন। ঐ প্রতিশ্রুত নবীর আগমন সম্বন্ধে সকল জাতিই এক মত ছিল. তবে প্রভেদ এই ছিল যে, প্রত্যেক জাতি মনে করিত আমাদের মধ্যে হইবেন। মক্কাবাসীগণের মনে যখন এই অনুভূতি জাগ্রত হইল যে, হজরত ইবরাহীম (আঃ) এর দোয়ার ফলে আরবে নবী আগমন করিবেন। তখন খৃষ্টান গণ ইহাতো জানিত যে নবীর আগমন সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহারা ইহাও মনে করিত যে, আরবগণ যে নবীর প্রত্যাশা করিতেছে ইহা তাহাদের রাজনৈতিক ছল চাতুরী মাত্র। খৃষ্টানগণ এই ভয়েও ভীত ছিল যে, যদি আরবগণের এই রাজনৈতিক চতুরতার ফলে কোন ব্যক্তি তথায় দাঁড়ায় ও সমস্ত আরব জাতি তাহার অনুসরণ করে তবে রাষ্ট্রিয় শক্তি তাহাদের হস্তগত হইবে। উহার অনুরূপ ঘটনা বর্ত্তমান জামানায়ও হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর আবির্ভাবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে এবং মুসলমানগণের এই অনুভূতি যে, ইমাম মাহদী মুসলমানগণের মধ্য হইতে হইবেন ইংরাজগন খৃষ্ট ধর্ম্মকে দুর্ব্বলকরণার্থে রাজনৈতিক চাল বলিয়া মনে করিতেন। এই অনুভূতিই ঐ জামানার খৃষ্টানদের মধ্যে ছিল। যখন ইহুদী বা আরবগণ অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে শুনিত যে, তাহারা তাহাদের মধ্যে ঐ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তখন তাহাদের মনঃকষ্ট অন্তরের অন্তঃস্থলে চাপা দিয়া রাখিতও মনের দুঃখে জ্বলিত। কারণ এই উভয় জাতির কাহারো হস্তে রাজ দণ্ড ছিল না এবং শক্তি দ্বারা এই বিশ্বাস মিটাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু খৃষ্টানগণের মধ্যে শক্তি ছিল। তাহারা মনে করিত যে, আমরা শক্তি দ্বারা ইহা মিটাইতে পারি। খৃষ্টানগণ যখন দেখিত যে, আরবগণের এই খেয়াল সৃষ্টি হইয়াছে যে, প্রতিশ্রুত নবী তাহাদের মধ্য হইতে হইবে তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইত এবং মনে করিত, ইহা খৃষ্ট ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিবার গুপ্ত কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ করা হইতেছে। এই সমস্ত অবস্থা দর্শনে আবরাহা অনুভব করিল যে, আরবে কা'বা গৃহ এমন এক স্থান যার দরুণ সমস্ত আরব জাতি একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।

---

# তাহরিক জদীদে অংশ গ্রহণ হইতে যেন কোন আহ্‌মদী বঞ্চিত না থাকেন

## হজরত আমীরুল মুমেনীনের জরুরী নির্দ্দেশ প্রত্যেক জামাতের প্রেসিডেন্ট ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ তৎপর হউন

১। আপনার জামাতের ঐ সমস্ত লোকদের একটা লিষ্ট তৈয়ার করুন যাহারা এখন পর্য্যন্ত নূতন বৎসরের তাহরীক জদীদের মধ্যে চাঁদার ওয়াদা লিখাইতে সম্পুর্ণ অংশ গ্রহণ করেন নাই।

২। নিজেদের কয়েকজন যুবক যাহাদের জামাতের মধ্যে প্রভাব আছে তাহারা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট গিয়া ওয়াদা গ্রহণ করিয়া লইয়া আসিবে।

৩। যদি দশ দশজন ব্যক্তির জন্য এক একটা ওফ্‌দ বা এক একজন ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে ইন্‌শাল্লাহ এই সময়ে সমগ্র জমাতের ওয়াদা সমূহ আদায় হইতে পারে।

৪। এরূপ করার পরও যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কতক লোক থাকিয়া যায়। কিম্বা ওয়াদা করিতে অস্বীকার করে কিম্বা অক্ষম হন তবে এ বিষয়ে আপনি নিজের মজলিসে আমেলায় পেশ করিয়া এরূপ রুহানী রুগ্ন ব্যক্তিদের উপযোগী চিকিৎসার বিষয় চিন্তা করিবেন।

৫। এই রকম ব্যক্তিদের একটা লিষ্ট ও তাহাদের ঠিকানা ও নিজের রিমার্ক সহ মরকেজে পাঠাইয়া দিবেন। মরকেজও যেন তাহাদের সঙ্গে পত্রালাপ করিয়া এ বিষয়ে আপনার সাহায্য করিতে পারে।

হজরত ইহাও বলিয়াছেন নিজেদের চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করুন। আপনার জামাতে যাহারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার তুলনায় কম চাঁদা লিখাইয়াছেন। তাহাদের চাঁদা বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

# জুমুআর খুৎবা

## ( সারানুবাদ )

রসুল করীম ( সাঃ ) এবং তাঁহার উম্মতের কুরবাণীর ও দায়িত্বের জামানা কিয়ামত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। আমাদের কর্ত্তব্য এক দিকে দেহ, মন ও মস্তিষ্কের সহিত সম্পর্কিত কুরবাণী সমূহ পেশ করিতে থাকি এবং অন্য দিকে অর্থ ও ধন সম্পদ সম্পর্কিত এ প্রকার কুরবানী করিতে থাকি, যাহার তুলনা নাই। "কুল্ ইন্না সালাতী ও নুসুকী ও মাহ্‌ইয়াইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন" আয়েতের সূক্ষ্ম ও তত্ত্ব পূর্ণ তফ্‌সীর।

হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী ( আইঃ ) এই খুৎবা কোয়েটা, পার্ক হাউসে, ২২শে জুলাই, ১৯৪৯ সন বর্ণনা করেন। দ্রুত লিখন বিভাগের দায়িত্বে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় 'দৈনিক আল্ ফজলে' ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৯ সন।

অনুবাদক ঃ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার।

তশহুদ, তাউজ এবং সুরাহ্ ফাতেহার পর হুজুর কোরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়েত পাঠ করেন ঃ—

"কুল্ ইন্না সালাতী ও নুসুকী ও মাহ্‌ইয়াইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।" ( 'আন্‌আম,' ১৬৩ আয়েত )

অতঃপর, বলেন ঃ—

পৃথিবীতে প্রত্যেক নবীর আগমনের পরও তাঁহাকে এবং তাঁহার জমাতকে নানা প্রকার কুরবানী করিতে হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য নবীগণের এবং রসুল করীম ( দঃ ) এর কুরবানী সমূহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্যান্য নবীগণের কুরবানী কোন স্থান বিশেষে যাইয়া শেষ হইয়াছে। রসুল করীম (দঃ) এবং তাঁহার জমাতের কুরবানীগুলি কিয়ামত পর্য্যন্ত শেষ হইবে না। আমরা দেখিতে পাই, হজরত মুসা ( আঃ ) ব্যতীত কোন নবীই এমন হন নাই, যাঁহার শিক্ষা এক সহস্র বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইয়াছে। হজরত মুসা ( আঃ ) এর শিক্ষা প্রায় দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত যে দায়িত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা শুধু দুই হাজার বৎসরের জন্য নয়, কিয়ামত পর্য্যন্ত প্রশস্ত। কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের নিজেদের সান্ত্বনার জন্য কিয়ামতকে বহু নিকটবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা কোন কোন হাদিসের ভ্রান্ত অর্থ করিয়া এই বোঝা কোন প্রকারে ছড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে, তাহারা রসুল করীম ( দঃ ) এর হাদিস "আনা ও আস্-সা-আতু কাহাতাইনের" অর্থ করে, "আমি ও কিয়ামত দুইটি অঙ্গুলীর ন্যায় সম্মিলিত।" অর্থাৎ, অনমিকা ও মধ্যাঙ্গুলীর ন্যায় মিলিত। কিয়ামত তাঁহার সহিত এই প্রকারে মিলিত হইয়া থাকিলে, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে না হইলেও দশ বিশ সাল পরে উপস্থিত হওয়ার ছিল, কিম্বা ৫০ বা ১০০ বা ২০০ বা ৩০০ শত বৎসর পরে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তের শত বৎসরের উর্দ্ধ কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত কিয়ামত উপস্থিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে, এই হাদিসের অর্থ রসুল করীম ( দঃ )এবং কিয়ামতের অন্তবর্ত্তী সময়ে নূতন শরীয়ত বাহক কোন নবী নাই—তাঁহার জমানা এবং কিয়ামত পরস্পরে মিলিত। ফলে, সাধারণ মুসলমান যাহা মনে করিতেছিল, তাহা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই কথা সত্য নিরূপিত হইয়াছে। রসুল করীম (দঃ) এর ওফাতের তের শত বৎসর পর কোন নবী আসিয়া থাকিলেও তিনি আসিয়া একথাই বলিয়াছেন যে, তিনি রসুল করীম ( দঃ ) হইতে পৃথক নহেন—তিনি তাঁহারই খাদেমগণের একজন এবং তাঁহারই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আগমন করিয়াছেন। তিনি নবুওতের এনাম রসুল করীম ( দঃ )এর অনুবর্ত্তিতা এবং তাঁহার গোলামীর মধ্যেই পাইয়াছেন। সুতরাং, রসুল করীম ( দঃ ) এই যে বলিয়াছিলেন যে, তিনি এবং কিয়ামত দুইটি অঙ্গুলীর অর্থাৎ অনামিকা ও মধ্যাঙ্গুলীর ন্যায় সম্মিলিত, ইহার অর্থ শুধু এইটুকু ছিল যে, তাঁহার এবং কিয়ামতের মধ্যে অন্য কোন নবী আসিবেন না, আসিলেও এক প্রকারে তিনিই হইতেন।

কিয়ামত দুই ভাবেই আসিতে পারে। প্রথম, পৃথিবীর জড় অবস্থা এরূপ ধারণা করে যে, ইহাতে মানুষ আর বসবাস করিতে পারে না। কিন্তু এই প্রকার পরিবর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। দ্বিতীয়, ইহার অর্থ-নৈতিক অবস্থা এরূপ ধারণ করে যে, ইহাতে কোন মানুষ আর বাস করিতে পারে না। এই প্রকার পরিবর্ত্তনও এখন পর্য্যন্ত জন্মে নাই। আনবিক বোমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে ধারণা পাওয়া যায়, তাহাও ঠিক নয়। আনবিক বোমা দ্বারা কতিপয় বড় বড় সহরই ধ্বংস করা যাইতে পারে মাত্র। এক একটি আনবিক বোমা নির্ম্মাণে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। এত অর্থ ব্যয়ের পর এমন কোন রাষ্ট্র নাই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ও পল্লীতে তাহা নিক্ষেপ আরম্ভ করিবে। ইহা তো বড় বড় সহর ধ্বংস করিবার জন্যই মাত্র ব্যবহৃত হইতে পারে। ঐ সকল সহর ধ্বংস করিলে জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ হইবে, বা এ প্রকার অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন হইবে যে, ঐ জাতি আর মাথা চাড়া দিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ও পল্লী উড়ো জাহাজ হইতে অন্য যে সকল বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, ঐ সকল বোমা হইতে যেমন নিরাপদ, তেমনি আনবিক বোমা হইতেও নিরাপদ। কোন রাষ্ট্র ক্ষুদ্র সহর ও পল্লী-গুলিতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ আরম্ভ করিলে দেওয়ালিয়া হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ, এখন পর্য্যন্ত এমন কিছুই দেখা যায় না, যদ্দারা পৃথিবীর অন্তিম সময় নির্ণীত হয়। তৎপর, অর্থনৈতিক দিক হইতেও এ পৃথিবী এখনো সহস্র সহস্র সাল ব্যাপী বিদ্যমান থাকিতে পারে। বর্ত্তমানে সব চেয়ে বড় খাদ্য সমস্যা। কথিত হয় যে, খাদ্যের কারণে বর্ত্তমান জগতের অধিক কাল চলা কঠিন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যেক যুদ্ধের পরেই খাদ্যের মূল্য হ্রাস পাইতে থাকে! প্রথম যুদ্ধের পর লোকে বলিতে লাগিল, পৃথিবী এখন আর থাকিতে পারে না। এখন কিয়ামত আরম্ভ হইবে এবং এ পৃথিবী ধ্বংস হইবে। কিন্তু ১৯২৮ ও ১৯২৯ সনে খাদ্য শস্যের মূল্য হ্রাস পাইয়া প্রতি মণ ১।০ পাঁচ সিকায় নামিয়াছিল। ক্রেতা অল্প হইলে মূল্য হ্রাস পায়। ১৯২৮—২৯ সনে খাদ্য শস্যের মূল্য

এত হ্রাস পাইয়াছিল যে, প্রজাগণের পক্ষে সরকারী খাজনা আদায় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। বিগত কয়েক বৎসরে যে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অস্থায়ী অবস্থার ফল মাত্র ছিল। এখন শস্যের ফলন বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ত্তমান ভূমির উৎপাদন বিশ্ব পালনে যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোরআন করীম হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভূমির উৎপাদিকা শক্তিকে যথার্থভাবে ব্যবহার করিলে একর প্রতি চারি পাঁচ শত মণ শস্য উৎপাদিত হইতে পারে। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া প্রতীত হইলেও একজন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আমাকে বলিয়াছেন যে, ভূমিস্থ লবণ পুরাপুরি ব্যবহার করা হইলে গমের উৎপাদন প্রতি একরে দুই শত মণ হইতে পারে। যদি ২০০/০ মণ প্রতি একরে উৎপাদন হইতে পারে, চারি পাঁচ শত মণ প্রতি একরে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে গড়পরতা উৎপাদন প্রতি একরে ৮।১০ মণের চেয়েও অল্প। কিন্তু কোরআন করীম বর্ণিত পরিমাণ পর্য্যন্ত গমের উৎপাদন পৌঁছান হইলে, বর্ত্তমান জগতের অধিবাসী আরো ৪৮ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। ইহার জন্য কয়েক সহস্র বৎসরের প্রয়োজন। বস্তুতঃ, খাদ্যের দিক হইতে পৃথিবীবাসী সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। সুতরাং "আনা ও আস-সাআতু কাহাতাইনে" সম্বলিত হাদিসের অর্থ কিয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়া করা ঠিক নয়। বাঁকি রহিল. খোদাতা'লার কার্য্য। তিনি ধ্বংস করিতে চাহিলে হজরত মুসা (আঃ)এর সময়েও করিতে পারিতেন। বরং তিনি এ পৃথিবী সৃষ্টি না করিলেই কি হইত?

সুতরাং, খোদাতা'লাই জানেন যে কিয়ামত কখন উপস্থিত হইবে। আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। সুতরাং রসুল করীম (দঃ) এবং তাঁহার উম্মতের কুরবানী ও দায়িত্ব সমূহের জামানা কিয়ামত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। অন্য কোন নবীএবং তাঁহার জাতি এ গুলির প্রতিযোগীতা করিতে পারে না। তারপর, রসুল করীম (দঃ) ও তাঁহার উম্মতের কুরবানী ও দায়িত্ব সমূহ কেবল মাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিকই নয়, বরং খোদাতা'লা তাঁহার এবং তাঁহার উম্মতের কুরবানী ও দায়িত্ব সমূহের প্রকারও বদলাইয়া দিয়াছেন। ইহারই প্রতি আমি এখনি যে আয়েত তেলাওত করিয়াছি, নির্দ্দেশ করিতেছে। আল্লাহতালা বলেন "হে রসুল, তুমি লোকদিগকে বল" "ইন্না সালাতী ও নুসুকী ও মাহইয়াইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রব্বিল-আলামীন" "আমার নামাজ, আমার কুরবানী আমার জীবন এবং আমার মরণ সকলই খোদাতা'লার জন্য, যিনি সমুদয় বিশ্বাবলীর রাব্ব—স্রষ্টা ও প্রতিপালক।" এই আয়েতে যদিও সম্বোধন রসুল করীম (দঃ) কে করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরাও এই সম্বোধনের অন্তর্গত। স্পষ্টতঃ এখানে শুধু রসুল করীমকেই সম্বোধন করা হয় নাই। কোরআন করীমে (দঃ) আল্লাহতালা বারম্বার বলেন, "হে 'আমার রসুল, এই সকল লোককে বলে যে, তোমার পূর্ণ মাত্রায় অনুবর্ত্তী হওয়াতেই তাহাদের মুক্তি।" একটি প্রসিদ্ধ আয়েত এই :—

"কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেউনী ইয়ুহবিব্কুমুল্লাহ।" (আল ইমরাণ, ৩২ আয়েত)

অর্থাৎ, "হে আমার রসুল, তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা আল্লাহতা'লাকে প্রেম কর, তবে তোমরা আমার অনুবর্ত্তিতা কর. আমার কার্য্যানুরূপ কার্য্য কর, খোদাতালা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।" সুতরাং, "কুল ইন্না সালাতী ও নুসুকী ও মহেইয়াইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল-আলামীন" আয়েতে যেমন মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের জন্য অবতীর্ণ হয়, তেমনি অন্যান্যদের জন্যও অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ, তাহাদিগকে তাঁহার পরিপূর্ণ অনুবর্ত্তিতার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

'সালাত' অর্থ নামাজ। নামাজের সম্বন্ধ হইতেছে, দেহ, মস্তিষ্ক ও মনের সহিত। সুতরাং, 'সালাত' দেহ, মন ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত

---

বিসমিল্লাহের রহমানের রহীম

নাহ্‌মাদুহু ও নুসাল্লী আলা রসুলিহিল করীম ও আলা আবদেহিল মসিহেল মওউদ

# বিরাট ধর্ম্ম সভা

দিনাজপুর জিলায় পঞ্চগড়ের নিকটবর্ত্তী, আহ্‌মদনগর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার

## দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন।

### স্থান ঃ—দারুল মসিহ প্রাঙ্গণ, আহমদনগর।

তারিখ—ইংরেজী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ মোতাবেক—২৮শে ২৯শে ও ৩০শে মাঘ, ১৩৬৬ বাংলা।

## বার—বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার।

সময়—প্রথম দিবস ঃ—বৈকাল ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত। ২য় ও ৩য় দিবস—সকাল ৭।।টা হইতে ১০।।টা পর্য্যন্ত। বৈকাল—৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধর্ম্ম ছেড়ে দুনিয়াকে পাওয়ার আশায় উন্মাদ হয়ে ছুটেছিল। কিন্তু হায়! দুনিয়া আজ বিরূপ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। দিকে দিকে মহাশঙ্কা ও আজরাইলের কালো পাখার ছায়া জগতকে গ্রাস করার জন্য নিবিড় হয়ে ঘিরে আসছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নত মানব সভ্যতা আজ মানব আত্মাকে শান্তি ও জীবনের সন্ধান দিতে পারল না। সারা বিশ্বের মানব আত্মার আকুল কান্না আজ জমাট বেঁধে আকাশ বাতাস আলোড়িত করে তুলেছে, "শান্তি কোথায়?" এ হেন দুঃসময়ে মানব জাতির উদ্ধারের একমাত্র উপায় "ইস্‌লাম অর্থাৎ শান্তি।"

ইহার পূর্ণরূপ হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগে পুনঃ প্রকাশ করে গেছেন। আহমদীয়া জামাত আজ ইস্‌লামের সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে। ইস্‌লাম কিভাবে মানব জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে ব্যক্তি ও জাতির সকল অঙ্গকে ভরিয়ে তুলে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পথ প্রদর্শন করে সে সম্বন্ধে উক্ত সভায় বহু জ্ঞানী ব্যক্তি আলোকপাত করবেন।

জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। ইতি—

নিবেদক—

**মোহাম্মদ**

প্রেসিডেন্ট, আঞ্জুমনে আহ্‌মদিয়া, আহ্‌মদনগর,

পোঃ ধাক্কামারা, জিলা—দিনাজপুর।

ইং ১।১।৬০

কুরবানীকে বলা হয়। 'নাসিকা' দেহের বহির্ভূত কুরবানীকে বলা হয়, যাহা মানুষ ধন সম্পদ স্বরূপে উপস্থিত করে। 'সালাতে' দেহ, মনও মস্তিষ্ক সম্প্রর্কিত কুরবানীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং 'নাসিকা' দ্বারা উদ্দেশ যুক্ত বা উদ্দেশ্যহীন আর্থিক কুরবানীর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'নাসিকার' বিশেষত্ব এই যে, কোন কোন কুরবানী বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের অধীনে করা হয় এবং কোন কোন কুরবানীর উদ্দেশ্য ছাড়াই করা হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, হজযাত্রীরা কুরবানী করে। যাত্রীর সংখ্যা তিন চার লক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। তাহাদের প্রত্যেকেই কুরবানী করিবার চেষ্টা করে। যদি এই উপলক্ষে এক লক্ষ ছাগই কুরবানী করা হয়, তাহারা তাহা খাইতে পারে না। এক একটা ছাগ খাওয়ার জন্য অন্ততঃ ৫০ জন লোকের প্রয়োজন। এ হিসাবে হাজীদের জন্য পাঁচ হাজার ছাগই যথেষ্ট। খুব বেশী, দশ পনর হাজার ছাগ তাহাদের নিজেদের খাওয়ার জন্য আবশ্যক হইতে পারে। বাঁকী ত মাম গোশত অপচয় হয়। এইজন্য সেখানে এক খেলার অভিনয় হয়। ছাগ জবেহ করা মাত্র লোকেরা তাহা উঠাইয়া নিয়া যায়। ইহার অর্থ এখন ছাগের কোন মূল্য থাকে না।

নাই। অন্য সকলের সঙ্গেই এইরূপ করা হইতেছিল। চতুর্দ্দিকে হাসির রোল পড়িল। অর্থাৎ এখানে ছাগ অজিজ্ঞাস্য। কশাই বলিল, "আপনি একটি ছাগের বুকের উপর বসিয়া পড়ুন, ইহাতে আপনাদের খাওয়ার জন্য এক আধটুকু রক্ষা পাইবে।" কিন্তু প্রশ্ন ছিল, আমাদেরও তো গোশতের প্রয়োজন ছিল না। সেখানে আমাদের পরিচিত লোক, আত্মীয় বা বন্ধুকে ছিল যে, তাঁহাকে গোশত দেওয়া যাইত? আমরা ভাবিলাম, এই সকল ব্যক্তিগণ টানা ছেঁচড়া করিয়া নিয়া যায়, নিয়া যাক। আমাদের দিক হইতে তো কুরবানী সমাধা হইয়াছে।

এই জন্যই কোন কোন বিরুদ্ধবাদী আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে যে, হজের সময় যখন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি সমবেত হয়, তখন কুরবানী করায় ফল কি? এমনি তো গরীবেরাও হজ গমন করে। কিন্তু হজের জন্য আদেশ হইল শুধু সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাইবে। তারপর, প্রত্যেকেই কুরবানী করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এত গোশত খাইবে কে? তারপর সেখানে শুধু ছাগ ও দুম্বা মাত্র কুরবানী করা হয় না। কেহ কেহ উষ্ট্র জবেহ করিয়াও থাকে। হজ উপলক্ষে গো কুরবানী খুবই অল্প হয়। রসুল করীম (দঃ) একবার তাঁহার

ইহা করিবার হুকুম করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীতে সহস্র সহস্র কার্য্য জাতি এজন্য করে যে, নেতা তাহা করিতে বলেন। তখন এমন সময় থাকে না যে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কেন এই আদেশ করিতেছেন এবং কেন তাহা পালন করা হইবে? কারণ, জিন্দা জাতিরা জানে যে, প্রতিযোগিতামূলক কুরবানীই প্রকৃত বস্তু। ইহাই তাহাদের জীবিত থাকার পরিচায়ক।

রসুল করীম (দঃ) এর পবিত্র দেহ সর্ব্বদাই মুবারক (পরম আশীষযুক্ত) ছিল। উহার বরকত (আশীষ) লাভের জন্য বিশেষ কোন সময় ছিল না। যে সময়ে খোদাতালা তাঁহাকে নবী নির্দ্ধারণ করেন, সেই সময় অবধি তাঁহার দেহ মুবারক ছিল। তারপর, সাহাবাগণের সম্মুখে তিনি একবার উপস্থিত হন নাই। দিনে অন্ততঃ পাঁচবার নামাজের জন্য তিনি বাহিরে আসিতেন এবং তাঁহাকে নামাজের জন্য অজু করিতে হইত। কিন্তু সাহাবাগণ তাঁহার অজুকৃত পানি কখনো উঠাইয়া নিয়া যাইতেন না। কিন্তু সুলেহ হুদায়বিয়ার সময় তিনি অজু করিতে আরম্ভ করিলে সাহাবাগণ উপস্থিত হইলেন। পানির যেই কোন একটি ফোঁটা পড়িতে লাগিল, তাঁহারা নিয়া তাঁহাদের মুখে ও দেহের অন্যান্য

# জামাতের প্রেসিডেণ্ট সাহেবগণের নিকট আবেদন

বর্ত্তমান মৌলিক গণতন্ত্রের নির্ব্বাচনে আপনাদের সমবেত চেষ্টায় যে সমস্ত আহমদী পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং যে সমস্ত প্রার্থী জয়যুক্ত হইয়াছেন তাহাদের নাম নাম ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সেক্রে ঃ—উমুরে আমা
ই, পি, এ, এ।
৪নং, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

আমি যখন হজ করিতে গিয়াছিলাম, তখন ভাবিলাম যে, বারম্বার হজ করিবার সুযোগ কোথায় হয়? এজন্য আমি রসুল করীম (দঃ), হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) হজরত খলিফা আউআল (রাঃ) এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধু ও জামাতের পক্ষ হইতে ৭।৮টি কুরবানী করিলাম। ছাগ জবেহ করিবার সময় জবেহকারীর ছুরি জবেহকৃত ছাগের গ্রীবা হইতে বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই আরবেরা আসিয়া ছাগের পা ধরিয়া ছেঁচড়াইয়া নিয়া যাইত। শুধু আমাদের সঙ্গেই এরূপ করা হয় পত্নীদের পক্ষ হইতে গো কুরবানী করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার রেওজ অতি বিরল। সাধারণতঃ লোকে উট কুরবানী করে। উটের মাংস শত শত ব্যক্তি খাইতে পারে। আর্য্য সমাজীরা ও এই আপত্তি করিয়া থাকে যে, হজের সময় বহু মাংস অপচয় হয় এবং এমন সময় করা হয়, যখন লক্ষ লক্ষ মুসলমান সেখানে সমবেত হন এবং তাঁহাদের চক্ষের উপর একাজ করা হয়।

আপাততঃ দৃষ্টিতে ইহা নিষ্ফল ও উদ্দেশ্যহীন কার্য্য স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ইসলাম অংশে মালিশ করিতে লাগিলেন। একজন সাহাবী বলেন যে, সম্ভবতঃ কোন একটি ফোঁটা পানিও নীচে পতিত হয় নাই। সাহাবাগণ প্রতিযোগিতা মূলে একজন হইতে অন্যজন সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। প্রতিযোগিতা এমনভাবে চলিতেছিল যে, মনে হইতেছিল একজন অন্যজনকে বধ করিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, রসুল করীমে (দঃ)এর কাপড়ে এবং তাঁহার ব্যবহৃত পানিতে বরকত ছিল। কিন্তু আমরা একথা কখনো মানি না যে, বরকত সেই দিনই

ছিল, পূর্ব্বে ছিল না। যদি সাহাবাগণ ঐদিন এরূপ করিয়াছিলেন, তবে বিশ্বকে দেখাইবার জন্য করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ভীষণতম শত্রু আসিয়াছিল। শত্রুদের একজন এ পর্য্যন্ত বলিয়াছিল, "আপনি গৃহ বাড়ী শূন্য অর্ব্বাচীন-দিগকে বিশ্বাস করিতেছেন। সময়ে ইহারা আপনার কোনই কাজে আসিবে না। সময়ে আপনার আত্মীয় স্বজনই মাত্র আপনার কাজে লাগিবে।" এইজন্য সাহাবাগণ তখন দেখাইতেছিলেন যে, রসুল করীম (দঃ)এর জন্য কুরবানী করা তো অন্য কথা, তাঁহারজন্য তাঁহাদের প্রাণে এতখানি প্রেম বিদ্যমান যে, শত্রু তাহা কদাচ ধারণাও করিতে পারে না তাঁহারা তো তাঁহার ব্যবহৃত পানি পর্য্যন্ত নীচে পড়া পছন্দ করেন নাই

দেখ, সেই রসুল করীম (দঃ)ই ছিলেন। সেই সাহাবাগণই ছিলেন। সেই পানিই ছিল, যাহা প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ বার অজু করিবার সময় সাহাবাগণের সম্মুখে নীচে পড়িত। কিন্তু হুদায়বিয়ার সময় সাহাবাগণ তাঁহাদের প্রেমের এই নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন যে, পানি নীচে পড়িতে দেন নাই। তাঁহারা প্রমানিত করিলেন যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ)এর সহিত তাঁহাদের যে মহব্বৎ আছে তাহা শত্রু কল্পনাও করিতে পারে না।

এখানে তো একটি উদ্দেশ্য ছিল। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহাবগণ ঐরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন সময় এমন কুরবানীও করা হয়, বাহ্যিকভাবে উহার কোনই উপকারিতা পরিদৃষ্ট হয় না এবং কুরবানীকারীও জানে না যে, সে কেন তাহা করিতেছে। সে শুধু এইটুকু জানে যে, খোদাতালা ঐরূপ করিবার আদেশ করিয়াছেন এবং সে তাঁহার আদেশ পালন স্বরূপে ঐরূপ করিতেছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রসুল করীম (দঃ) মক্কার মুশরিকদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির ফলে সাহাবাগণের মনে এমন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল যে হজরত উমর রাজি আল্লাহু আনহুর ন্যায় ব্যক্তিও রসুল করীম (দঃ)এর নিকট যাইয়া বলিয়াছিলেন, "রসুলুল্লাহ, আল্লাহতালা কি আপনার নিকট এই ওয়াদা করেন নাই যে, আমরা কা'বা তাওয়াফ করিব? ইসলামের প্রাধান্য লাভ কি ঐশী নিয়তি নয়?" রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, "কেন নহে?" হজরত উমর বলিলেন, "তবে কেন আমরা নতি স্বীকার পূর্ব্বক সোলাহ করিয়াছি?" রসুল করীম (দঃ) বলিলেন, "অবশ্য, খোদাতালা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, আমরা তাওয়াফ করিব। কিন্তু এবারই করিব, এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না।" সাহাবাগণ এতখানি বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এই ক্ষোভ সম্বরণ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য রসুল করীম (দঃ) যখন সেখানেই কুরবানী জবাই করিতে বলিলেন, তাঁহাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক ঠেকিল। তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, মক্কায় কুরবানী হজ ও উমরাহের পর করিবার ছিল। তাঁহারা যখন মক্কায় যান নাই, খানা কা'বার তাওয়াফ করেন নাই, উমরাহ বা হজও করেন নাই—তখন আবার এই কুরবানী কি? এই জন্যই রসুল করীম (দঃ) যখন হুদায়বিয়াতেই কুরবানী করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাঁহারা ইহার প্রতি কোন মনোযোগে করেন নাই। রসুল করীম (দঃ) গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার রীতি ছিল, তিনি কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইলে এবং তবিষয়ে উম্মা থাকিলে উম্মুল মুমেনীনগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন, "তোমাদের ভ্রাতারা বা তোমাদের কউম এরূপ করিয়াছে।" তখন আপনার সহিত জাতির সম্পর্ক প্রকাশ করিতেন না। যাহা হোক, তিনি গৃহে যাইয়া হজরত আয়েশাকে বলিলেন, "আজ তোমার কউমকে আমি এই আদেশ করিয়াছিলাম যে, এখানেই কুরবানীর জন্তুগুলি জবহে কর। তাহারা কোন সাড়া দেয় নাই। তাহাদের উপর আমার কথা কোন ক্রিয়া করে নাই।" হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন "এত কুরবানী, এত ত্যাগ স্বীকারের পর ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে যে, আপনি আদেশ করিবেন এবং সাহাবাগণ জ্ঞাতসূত্রে আজ্ঞা পালনে বিরত থাকিবেন? তাঁহারা প্রেমের অভাব বশতঃ এরূপ করেন নাই। আহত প্রাণে তাঁহারা এরূপ করিয়াছেন। তাঁহারা ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। সজ্ঞানে নাই। তাঁহারা এই আশা পোষণ করিতেছিলেন যে, দশ বার বৎসর পর এবার মক্কায় যাইবেন হজ বা উমরাহ করিয়া আনন্দিত হইবেন। তাঁহারা কখনো কল্পনাও করেন নাই যে, তাঁহাদের পথে বাধার সৃষ্টি হইবে। আপনি মক্কার মুশরিকদের সহিত সন্ধি করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। আপনার আদেশে তাঁহারা কুরবানী করিতে প্রস্তুত না হওয়া ঈমানের অল্পতা বশতঃ নয়, এই দুঃখের কারণে ঘটিয়াছে। আপনি সোজা-সুজি যাইয়া আপনার কুরবানীর জন্তু জবেহ করুন। সাহাবাগণকে কিছুই বলিবেন না। তারপর দেখুন, হয় কি!" তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল।" তিনি ভল্ল নিয়ে গেলেন। সাহাবাগণের প্রতি তাকাইলেন না। সোজা তাঁহার কুরবানীর জন্তুর নিকট পৌছিলেন।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)


# ইসলামী-লিটারেচার

| | পুস্তকের নাম | মূল্য |
|---|---|---|
| ১। | খাতামান্নাবিঈন | ২৲ |
| ২। | কিশ্‌তিয়ে নূহ্‌ | ১।০ |
| ৩। | মোসলেহ মাউদ | ।৶০ |
| ৪। | জরুরতুল ইমাম | ॥০ |
| ৫। | আহমদ চরিত | ॥০ |
| ৬। | আল-ওয়াসিয়ত | ।৶০ |
| ৭। | মহা-সুসাবাদ | ৶০ |
| ৮। | নেজামে বয়তুলমাল | ৸০ |
| ৯। | আকায়েদ বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস | ৶০ |
| ১০। | একটি ভুল সংশোধন | ৶০ |

প্রাপ্তি স্থান :—

দারুৎ তবলিগ

৪নং, বকশী বাজার রোড, ঢাকা।

# বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আগমন বাণী

সরফরাজ এম, এ, ছাত্তার চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পারসিকদের দাসাতীর ও জেন্দাবেস্তা নামে দুইখানা ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, উভয় ধর্ম্ম গ্রন্থেই হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর আগমন বাণী প্রদত্ত হয়েছে। যথা—

১। পরম দয়াল, তিনি সেই জাতির রাজা স্থাপয়িতা হইবেন। তাঁহার নাম হবে মোহাম্মদ. দয়ার জীবন্ত মূর্ত্তি। তিনি সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হবেন। তিনি বহু আল্লাহবাদের বিলোপ সাধন করিবেন ও জোরোষ্টারিয়ানদিগের অর্থাৎ পারসিকগণের ক্রটী সংশোধন করিবেন।

জেন্দাবেস্তা—২৪।

২। জোরোষ্টারিয়ানেরা (পারসিকেরা) ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হলে এবং অধার্ম্মিকতা ও পাপ তাদের মধ্যে প্রবেশ করলে, আরব দেশে এক ব্যক্তির অভ্যুদয় হবে, যাঁর অনুগামীরা পারস্য বিজয় করবেন। তিনি সমস্ত জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য প্রেরিত হবেন এবং হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত কাবা গৃহকে মূর্ত্তি শূন্য করিবেন।

দাসাতীর—১৪।

৩। হিন্দু ধর্ম্ম গ্রন্থ পুরাণের তৃতীয় পর্ব্বে আছে—হে আরব দেশের অধিবাসী মহাপুরুষ মোহাম্মদ, তুমি নিরক্ষর হলেও নিষ্পাপ, পুতচরিত্র, পবিত্রাত্মা, জগতের পাপহারী, অতএব তোমার নিকট প্রণত হই।

৪। বেদে বর্ণিত আছে—

আরব দেশে অতি পরাক্রমশালী মহা বুদ্ধিমান একটি ব্যক্তি অভ্যুদয় হবেন, তিনি সমস্ত যুগেরই পরিবর্ত্তক ও সংরক্ষক, তাঁর নাম হবে মোহাম্মদ, তিনিই পাপের বিনাশ সাধন করতঃ ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, তিনি নিরক্ষর থাকিবেন।

৫। ইহুদী ধর্ম্ম গ্রন্থ the 5th Book of moses called deuteronomy এ উল্লেখ আছে—মহাপ্রভু হজরত মুসাকে বলেন, বনি ইস্রাইলদিগের ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় বনি ইসমাইল-দিগের মধে আমি তোমারই মত একজন ভাববাদীর আবির্ভাব করবো।

৬। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থে আছে—

আমি তোমাদিগকে সত্যই বলছি যে, আমার প্রস্থান তোমাদের মঙ্গলের জন্য কেন না আমি গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন। যোহন ১৬।১৭।

৭। তথাপি আমি বলিতেছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

যোহন ১৬।৭

৮। তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তিনি জানাইবেন।

যোহন ১৬।১২,১৩।

৯। কিন্তু সেই সহায় পবিত্রাত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিখাইয়া দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।

যোহন ১৩।২৬।

(এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হজরত মসিহে মাউদ (আঃ) এর প্রতি প্রদত্ত হয়েছে।)

ক্রমশঃ।

# জিন্দা ধর্ম্ম

মূল—কাজী মোহাম্মদ আছলাম এম, এ, ক্যেন্টার

অনুবাদক—মোহাম্মদ নূরুল আলম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর বাণী

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রথমেই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে কেবল খোদাই জিন্দা নয় বরং দুনিয়াতে এক ধর্ম্মও জিন্দা আছে সেই ধর্ম্ম ইসলাম। অন্যান্য ধর্ম্মের মত ইহার বরকত ও কামালাত পেছনে পড়িয়াই রহে নাই বরং বিরামহীন গতিতে সামনের দিকে চলিয়াছে এবং এখনো বর্ত্তমান আছে। এখনো পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর দুনিয়ার সামনে যুক্তি এবং সাক্ষ্য প্রদান করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি নামে মাত্র যে ইসলাম সে ইসলামের পরিচালনা এবং সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। তিনি জিন্দা খোদা এবং জিন্দা ইসলাম সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। খোদাতায়ালা শুধু আদম সৃষ্টি করে নাই বরং যুগে যুগে আদম সন্তানের হেদায়েতের জন্য প্রবর্ত্তক ও প্রেরণ করিয়াছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) দুনিয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন যে দেখো ইসলাম জিন্দা এবং ইসলামের খোদা জিন্দা ইসলামের কিতাব জিন্দা ইসলামের রছুল জিন্দা। ইহাদের মধ্যে কিছুই পুরাণ কিচ্ছা কাহিনীর মত নয় বরং প্রত্যেকটি চিরস্থায়ী ও সত্য। আজও সেই সত্য বর্ত্তমান এবং প্রাথমিক জমানায় ইহার ফায়দা ও ক্রিয়া যেরূপ বর্ত্তমান ছিল এখনো তেমনি আছে।

হিন্দুদের এক সম্প্রদায় দেখিল যে জমানার প্রত্যেক ধর্ম্মের লোক তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। হজরত মির্জা সাহেবের দ্বারা তেমনি আহমদী সম্প্রদায়ও করিতেছে। কিন্তু তাঁহার আহ্বানে এত শক্তি ছিল যে ইহাতে শুধু ইসলাম এবং মুসলমানের জীবনেই বরং ধর্ম্ম নিজেই জিন্দা হইতে শুরু করিল এবং এইভাবে ধর্ম্মের নেতৃত্ব এক মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে চলিয়া আসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া এই সম্প্রদায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল যে, হজরত মির্জা সাহেবের আওয়াজ এবং বাণীর মধ্যে এমন কি শক্তি আছে ইহার আসল কারণ কি? তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাঁহার আহ্বানে এত শক্তির আসল কারণ সেই ইসলাম যেজন্য তাঁহার অন্তরকে রুহানি আলোকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। এজন্যই তাহার কলম ও ভাষাতে এত শক্তি আছে যে ইহার সাহায্যে ইনকেলাব সৃষ্টি হইতে পারে।

ক্রমশঃ।

## জুমুআর খোৎব

( ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর )

তিনি উটের গলায় ভল্ল আঘাত করা মাত্র সাহাবাগণ পাগলের ন্যায় দৌড়াইয়া রসুল করিম (দঃ) এর নিকট দৌড়াইলেন। কোন কোন সাহাবা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন সাহাবা তাঁহাদের কুরবানীর জন্তুগুলি জবেহ আরম্ভ করিলেন। তখন সাহাবাগণের মধ্যে এমন উৎসাহ বহিক্রিয়া করিতেছিল যে, একে অন্যের তরবারি টানিয়া নিতেছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই একজনের পূর্ব্বে অন্যজন কুরবানীর জন্তু জবেহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা সমস্ত কুরবানীগুলি করিয়া ফেলিলেন।

এই কুরবানী বাহ্যিক ভাবে নিরর্থক ছিল। সাহাবা মক্কায় প্রবেশ করেন নাই। তাঁহারা খানা কা'বার তাওয়াফ করেন নাই। তাঁহারা হজ বা উমরাহ করেন নাই। তবু তাঁহাদিগকে কুরবানী করিতে হইল। কারণ, খোদাতা'লা ইহা শিক্ষা দিতে চাহিলেন যে, কোন স্থানই নিজে নিজে পবিত্র নয়। খোদাতা'লা যে স্থানকে প্রাধান্য দেন, উহাই পবিত্র হইয়া পড়ে। অন্য কথায়, আল্লাহতালা সোলাহ হুদায়বিয়ার উপলক্ষে মুসলমানগণকে এই শিক্ষা দিলেন যে, কা'বা গৃহ অবশ্যই একটি পরম পবিত্র স্থান। ইহাকে তাওয়াফ করা হয়। কিন্তু ইহাকে তোমাদের খোদা পবিত্র করিয়াছেন। যদি লোকে তোমাদিগকে সেখানে যাইতে না দেয়—তোমাদের পথ রোধ করে, তবে যেখানে তাহারা তোমাদিগকে রোধ করে, সেখানেই কুরবানী করিবে। সেই স্থানই খোদার গৃহ। যাহা হোক, উহা একটি অজানিত কুরবানী ছিল। ইহা একটি 'নসিকা' ছিল। সাহাবাগণ বহুকাল পরে ইহা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে এমন বৈশিষ্ট্যমূলক মর্য্যাদা ছিল যে, কুরবানীগুলি ইহার সম্মুখে কিছুই নয়।

মক্কা জয় হইয়াছিল। কোন কোন সাহাবা ২০।৩০বার হজ করিয়াছেন, কুরবানীও করিয়াছেন। কিন্তু রুহানিয়তের দৃষ্টি ভঙ্গীতে ঐ সকল কুরবানী সুলাহ হুদায়বিয়ার কুরবানীর সম্মুখে কিছুই নয় কারণ, সেখানে খোদাতালা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং খোদাতালার সম্মুখে যে কুরবানী করা হয়, উহার সহিত অন্যান্য কুরবানীর মর্য্যাদা কি? হুদায়বিয়ায় রসুল করীম (দঃ)এর জন্য খোদাতালা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিকাশ করেন এবং তিনি আপনার উপস্থিতির দ্বারা মক্কার মুশরিকদিগকে জানাইলেন, তাহারা বলে যে, খানা-কা'বা তাহাদের তাহারা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এর এবং তাঁহার সাথীদিগকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না। খোদাতালা অস্থায়ীভাবে ইহাকে তাহাদেরই থাকিতে দিলেন এবং হুদায়বিয়াকে আপনার গৃহ নির্দ্দেশ করিলেন। এখানে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং সাথীরা অবতরণ করিয়াছেন। বাহ্যিকভাবে ইহা একটি বে-হকিকত কুরবানী ছিল। কিন্তু ইহাতে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত ছিল। সুতরাং, "কুল ইন্না সালাতী ও নুসুকী ও মাহইয়াইয়া ও মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" আয়েতে বলা হইয়াছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত এক দিকে যেমন দেহ মন ও মস্তিষ্ক সম্পর্কিত কুরবানী করে, তেমনি পক্ষান্তরে 'নসিকা' অর্থাৎ আর্থিক কুরবানী উদ্দেশ্যক্রমে বা উদ্দেশ্যহীন অবস্থায় করিয়া থাকে এবং তাহাতে অন্য কোন নবী ও তাঁহার কউম তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারে না।

---

# আখবারে আহমদীয়া

### হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ (আইঃ) এর স্বাস্থ্য পূর্ব্বের চেয়ে ভাল কিন্তু পূর্ণ স্বাস্থ্যে এখনও পৌঁছে নাই। বন্ধুগন পূর্ণ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

---

### প্রাদেশিক আঞ্জুমনের বার্ষিক জলসা

আগামী ১৯শে, ২০শে ২১শে, ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ ইং শুক্র, শনি ও রবিবার প্রাদেশিক আঞ্জুমনের বার্ষিক জলসা ঢাকা দারুত-তবলীগে অনুষ্ঠিত হইবে। জলসার চাঁদা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যেক আঞ্জুমনে পত্র প্রেরিত হইয়াছে। বন্ধুগণ প্রাদেশিক আঞ্জুমন প্রেরিত পত্রানুযায়ী কাজ করিয়া বাধিত করিবেন।

---

### আহমদনগর আঞ্জুমনে বার্ষিক জলসা

এই সংখ্যা "আহমদী"তে দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত আহমদনগর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার নিমন্ত্রণ পত্র প্রকাশ করা গেল। এই জলসার বৈশিষ্ট হইল হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর সুযোগ্য সাহেবজাদা মির্জা তাহের আহমদ সাহেবের যোগদান। সাহেবজাদা মির্জা তাহের আহমদ সাহেব যথা সম্ভব আহমদনগর জলসার পর ঢাকাতে প্রাদেশিক আঞ্জুমনে আহমদীয়ার জলসায় যোগদানের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমনের জলসায়ও যোগদান করিবেন।

---

### ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়ার জলসা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা আগামী ২৪শে, ২৫শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ ইং তথাকার মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে।

---

### তারুয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়ার জলসা

আল্লাহতালার ফজলে এবারও কৃতকার্য্যতার সহিত তারুয়া আঞ্জুমনের বার্ষিক সভা ১০।১।৬০ ইং তারিখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জলসার রিপোর্ট বিলম্বে হস্তগত হওয়ায় এই সংখ্যা "আহমদী"তে প্রকাশ করা গেল না।

---

### ভাদুঘর আঞ্জুমনের জলসা

বিগত ১৭ই জানুয়ারী ১৯৬০ ইং তারিখে ভাদুঘর আঞ্জুমনে আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা কৃতকার্য্যতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জলসার রিপোর্ট এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহা স্মরণীয় যে, তারুয়া এবং ভাদুঘর এতদুভয় আঞ্জুমন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার এলাকাধীন।

---

### জাতির উন্নতির উপায়

যদি কোন জাতি উন্নতি করিতে চায় তবে সেই জাতির কর্ত্তব্য জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে আল্লাহতালার বর্ণিত পথ অবলম্বন করা, কোরআন বর্ণিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং নিজেদের সোসাইটীর অসুল তদুপরি রাখিয়া অগ্রসর হইতে থাকা। যদি কোন জাতি এরূপ করে তবে নিশ্চয়ই জগতে উন্নতি করিবে এবং খেলাফ করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য।

---

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca